ফেদেরার ও শারাপোভা

স্কিল, স্পিড অ্যান্ড গ্ল্যামার

টেনিসের তারকা মানেই বিশ্বের প্রথম সারির সেলিব্রেটি। বড় বড় কোম্পানিগুলোর ব্র্যান্ড মডেল। অ্যাথলেটদের মধ্যে সর্বোচ্চ ধনীর খেতাব। প্রত্যেক টেনিস খেলোয়াড়ের স্বপ্ন নাম্বার ওয়ান। এই স্বপ্ন নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। বর্তমানের দুই তারকাকে নিয়ে ...লিখেছেন **অলিন্দ খান**

রূপে-খেলায় শারাপোভা

বয়স মাত্র ৪ বছর। ছোট্ট ফুটফুটে শিশুটি হাতে তুলে নেয় টেনিস ব্যাট। বাবার কাছে শুরু হয় প্রশিক্ষণ। ৬ বছর বয়সে অংশগ্রহণ করে মস্কোর এক প্রদর্শনীতে। ৯ বছর বয়সে বাবার হাত ধরে চলে আসে আমেরিকায়। দরিদ্রতার জন্য ভিসা জটিলতায় মা থেকে যায় রাশিয়ায়। আমেরিকার ফ্লোরিডায় নিক বলিটারিস টেনিস একাডেমীতে প্রস্তুত হতে থাকে শিশুটি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে এগিয়ে যাবার পালা। এই এগিয়ে যাওয়া একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যের জন্য। সেই গন্তব্য আজ হাতের মুঠোয়। বর্তমান বিশ্বের তারকা টেনিস খেলোয়াড় এখন সেই শিশুটি। তবে, সে আর সেই ছোট্টটি নেই। ১৮ বছরের যৌবনা। নাম তার মারিয়া শারাপোভা।

মহিলা টেনিসে রাশিয়ানদের নিয়ে ভাবলে বের হয়ে আসবে অনেকগুলো নাম। আমেরিকানদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যাচ্ছিল বেশ ক'জন। কিন্তু কেউই তারকা হয়ে উঠতে পারছিলেন না। আনা কুর্নিকোভার আগমন মাতিয়ে তোলে টেনিস বিশ্ব। তার রূপের গ্ল্যামার মুগ্ধ করে সবাইকে। তারকা হয়ে ওঠেন কুর্নিকোভা। জড়িয়ে পড়েন বিজ্ঞাপন এবং মডেলিংয়ে। কিন্তু খেলার মাঠে কেউ রূপ নয় দেখতে চায় ব্যাট চালানোর সৌন্দর্য। একের পর এক ব্যর্থতায় তাই পিছিয়ে পড়ে কুর্নি। এরই মাঝে ২০০১ সালে ১৪ বছর বয়সে অভিষেক ঘটে মারিয়া শারাপোভার। সূচনা হয় আরেক রাশিয়ানের তারকা হয়ে ওঠার অধ্যায়। মিডিয়াগুলো সরব হয়ে ওঠে। কুর্নির মতো শারাপোভাকেও সবাই সৌন্দর্যের রানী হিসেবে ভাবতে থাকে। কিছুদিন পর হারিয়ে যাবে বলেই ধরে নেন সবাই। এদিকে শান্ত প্রকৃতির শারা শান্তভাবে এগিয়ে চলে। অভিষেকের পরের বছরই জুনিয়র অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে চলে আসে সে। একের পর এক ম্যাচ জয় র‍্যাঙ্কিং-এর উপরের দিকে নিয়ে আসে তাকে। ৩২তম অবস্থান নিয়ে শুরু হয় ২০০৩ আর যখন বছর শেষ হয় তখন তার অবস্থান ৪। এর পরের বছরই প্রথম রাশান হিসেবে উইম্বলডন জিতেন তিনি। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি অর্জন করেন টেনিসের এই বড় শিরোপা। তার চেয়ে কম বয়সে শুধু মার্টিনা হিঙ্গিস জিতেছিলেন উইম্বলডন। দিনে দিনে রূপ সৌন্দর্যকে পাশ কাটিয়ে শারার খেলার সৌন্দর্য বড় হয়ে ওঠে। তার ওয়াইড অ্যাঙ্গেল শটে যেমন আছে নান্দনিকতা তেমনি আছে কার্যকারিতা। এক একটি শট যেন এক একটি নিশ্চিত পয়েন্ট। দুর্বলতা হিসেবে নিজেই চিহ্নিত করে বলছেন, 'সার্ভ এবং ফোরহ্যান্ড শট ছাড়া আমি আমার হাতে অনেক কিছু করতে পারি'। ২০০৫-এর প্রত্যেকটি মাস ছিল শারার ১ নম্বরে যাওয়ার লড়াই। আমেরিকার ডেভেনপোর্টকে টপকে যাওয়ার সুযোগ এসেছে বেশ কয়েকবার। কিন্তু বারবারই অপেক্ষার পালা দীর্ঘ হয়েছে। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটেছে গত ২২ আগস্ট। ১৯৭৫-এর পর কোনো রাশিয়ান আবার নাম্বার ওয়ান খ্যাতি অর্জন করলো।

রাশিয়া শারাপোভাকে নিয়ে গর্ববোধ করে। কিন্তু শারা মনে প্রাণে আমেরিকান। রাশান ভাষা যতটুকু জানেন তার চেয়ে অনেক ভালো জানেন ইংরেজি। স্বদেশী খেলোয়াড়দের সবার ধারণা নিজেকে রুশ ভাবেন না শারা। এই ভাবনার পেছনে অবশ্য যুক্তিও আছে। নিজেকে রুশ ভাবলে অবশ্যই ফেড কাপে অংশগ্রহণ করতেন শারা। কিন্তু দেশের হয়ে খেলার চেয়ে নাম্বার ওয়ানের দিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন শারা। নিজের লক্ষ্যে পৌছে গেছেন তিনি। এখন অবস্থান ধরে রাখার পালা। তিনি নিজেই বলেন, 'অবস্থান অর্জনের চেয়ে ধরে রাখা কঠিন।' সেই অবস্থান তিনি ধরে রাখতে পারেননি।

শারাপোভার আজকের এই অর্জনের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছেন তার বাবা এবং মা। মায়ের ত্যাগ স্বীকার এবং বাবার কোচিং তাকে গড়ে তুলেছে যোগ্য করে। এছাড়াও

কোচের তালিকায় আছেন ইয়ুরি শারাপভ ও রবার্ট ল্যান্সডরপের নাম। স্কুল জীবনে শার্লক হোমস এবং পিপি লংস্টকিং সিরিজ পড়েছেন আনন্দ নিয়ে। টেনিস কোর্টের বাইরে ফ্যাশন, গান, নাচ এবং সিনেমা নিয়ে মেতে থাকেন তিনি। মোনালিসার হাসি তাকে মুগ্ধ করে। রাশান এবং থাই খাবার তার নিত্যপছন্দ।

রূপ এবং খেলা দু'দিক থেকেই গ্ল্যামারাস শারাপোভা। কোটি হৃদয় তোলপাড় করে দেয়া শারার নিজের হৃদয়েও শুরু হয়েছে প্রেমের তোলপাড়। ২৬ বছর বয়সী এক তরুণ মন কেড়ে নিয়েছে শারার। আড়ালে আবডালে দুজনের দেখা সাক্ষাৎ ঘটছে। 'ম্যারন ৫' নামে একটি মার্কিন ব্যান্ডের মূল গায়ক অ্যাডাম লেভিন হলো শারার মন চোর। অনেক নারীর সংস্পর্শ পেয়েছেন লেভিন কিন্তু শারার মধ্যে যা আছে তা পাননি কোথাও। নিউইয়র্কে শারার ১৮তম জন্মদিনে পরিচয় হয় লেভিনের সঙ্গে। 'শি উইল বি লাভড' গানটি গেয়েই শারার মন জয় করে নিয়েছেন এই তরুণ। ব্যস্ততার জন্য নিয়মিত না হলেও প্রায়ই লেভিনের সঙ্গে দেখা করছেন শারা। দুজন দুজনকে চিনে নিচ্ছেন। এগিয়ে যাচ্ছেন চূড়ান্ত প্রেমের দিকে। এর আগে শারাকে জড়িয়ে শোনা গেছে অ্যান্ডি রডিকের নাম। তাদের রোমান্স মিডিয়ায় অনেক দূর গড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত তা গুজব বলেই প্রমাণিত হয়েছে। এবার তাহলে সত্যিকারের প্রেমের পালা।

একের পর এক খেতাব অর্জন করে চলেছেন শারা। সর্বোচ্চ ধনী মহিলা অ্যাথলেট, শ্রেষ্ঠ ৫০ জন সুন্দর মানুষের একজন, অল্প সময়ে সর্বাধিক উন্নতি ইত্যাদি নানা খেতাবের পাশাপাশি আকর্ষণীয় নারীদের তালিকায়ও আছে তার নাম। খেলার মাঠে জিতছেন নিয়মিত পুরস্কার। টেনিস কোর্ট এবং কোর্টের বাইরে বেড়েই চলছে তার অর্জনের সংখ্যা।

বেড়ে ওঠা ফেদেরার আন্তর্জাতিক অভিষেক ঘটে ১৯৯৮ সালে। এরপর একের পর এক জয় তাকে নিয়ে আসে উপরের দিকে। ২০০৩ সালের শেষের দিকে এসে টেনিসের নাম্বার ওয়ান অবস্থানটি হয়ে যায় তার। এখন পর্যন্ত ধরে রেখেছেন সেই অবস্থান। দিনে দিনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছেন এই সুইস তারকা। দ্রুততা এবং ক্ষিপ্রতা তাকে টেনিস কোর্টে এনে দেয় প্রয়োজনীয় পয়েন্ট ও জয়। ২০০৫ সালে ৬৭টি ম্যাচ খেলে জিতেছেন ৬৪টিতে। ফেদেরারকে জয়ী ধরে নিয়েই যেন মাঠে নামে প্রতিপক্ষ। এ পর্যন্ত জিতেছেন ৩৭৪ ম্যাচে আর হেরেছেন ১১৯টিতে। ক্যারিয়ারের বর্তমান পর্যায়ে হারতে প্রায় ভুলেই গেছেন তিনি। অবশ্য এ বছর ৩ বার হারের স্বাদ পেয়েছেন ফেদেরার।

রাফায়েল নাডাল। ১৯ বছরের এক টেনিস তারকা। স্পেনের এই তরুণ এবার বছর শুরু করেছেন ৫১ তম অবস্থান নিয়ে। বর্তমানে রয়েছেন দুই নাম্বারে। শীর্ষে যেতে বাধা ফেদেরার। এই দু'জনের ম্যাচ যেন বাড়তি উত্তেজনা। ফ্রেঞ্চ ওপেনে ফেদেরারকে সেমিফাইনালে হারিয়েছেন নাডাল। টেনিসের নাম্বার ওয়ান নিয়ে এই দু'জনের মধ্যে চলছে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এরপরেই আছেন অ্যান্ডি রডিক এবং হিউইট। এই দুই তরুণের মধ্যেও রয়েছে শীর্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা। কোনো অঘটন না ঘটলে আগামী ইউএস ওপেনে জমে উঠবে এই চার তরুণের জমজমাট লড়াই। সেরাদের সেরা সেই লড়াই থেকেই তৈরি হবে আগামীর নাম্বার-ওয়ান, সেই নামটা ফেদেরার কিংবা নাডাল, তবে ফেদেরারের সম্ভাবনাই বেশি। টেনিসের হার্ড-কোর্ট লড়াইয়ে অভিজ্ঞতা অনেক বেশি কার্যকরি ভূমিকা রাখে। এদিক থেকে এগিয়ে আছে ফেদেরার। তাছাড়া জয়ের পাল্লা ভারী হওয়ায় মনোবল ফেদেরারের বাড়তি সুবিধা। এর বাইরে তার ডান হাতে রয়েছে

কোটি তরুণ হৃদয়ের স্বপ্নের দেবী মারিয়া শারাপোভা

সার্ভ এবং ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে বলিষ্ঠ শট। এই শটগুলো যেন নিশ্চিত পয়েন্ট আদায়ের জন্যই খেলেন তিনি। তার হাতের র‍্যাকেট কাজ করে শিল্পীর মতো। প্রতিটি শটেই রয়েছে টেনিসের শিল্প এবং নান্দনিকতা। হার্ড-কোর্ট টেনিসে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন রাফায়েল নাডাল। যে ধরনের কৌশল দরকার জয়ের জন্য তার সবকিছুই অতি দ্রুত রপ্ত করে ফেলছেন তিনি। গত বছরের ইউএস ওপেনের ফাইনালে খেলেছেন। কিন্তু ফেদেরারের কাছে হেরে কাপ জয় থেকেছে অধরা। ফেদেরারের ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছেন নাডাল। একই কথা বলা যায় রডিকের ক্ষেত্রেও। উইম্বলডন ফাইনালে উঠে হেরেছে ফেদেরারের কাছে। সবাইকে জয় করে এলেও ফেদেরারের কাছে এসে হেরে যান এই তারকারা। ফেদেরার বর্তমান টেনিসের অপ্রতিরোধ্য এক খেলোয়াড়। শিরোপার পর শিরোপা জিতে চলছেন তিনি। এক নাম্বার অবস্থানটিকে দিনে দিনে করে ফেলছেন স্থায়ী।

টেনিসের নাম্বার ওয়ান পরিবর্তিত হয় নিয়মিত। এদের মধ্যে কেউ কেউ একচেটিয়া রাজত্ব করেছেন দীর্ঘদিন। মেয়েদের মধ্যে স্টেফিগ্রাফ এবং ছেলেদের ভেতর পিট সাম্প্রাস এদের মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে ছেলেদের টেনিসে একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করেছেন রজার ফেদেরার। দু'বছর ধরে কোনো নড়বড় হয়নি। মেয়েদের টেনিসে সম্প্রতি উঠে এসেছেন শারাপোভা। এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে এসেছেন দুই নম্বরে। এখন আবার অপেক্ষার পালা।

রজার ফেদেরার এবং...

রজার ফেদেরার। বর্তমান বিশ্বের সেরা টেনিস খেলোয়াড়। প্রায় দু'বছর ধরেই তার অবস্থান নাম্বার ওয়ান। ইনজুরি বড় রকমের বাধা না হলে এ অবস্থান থাকবে তারই। বর্তমানে সেই ইনজুরির শিকার তিনি। কানাডার টরেন্টোতে গতবার তিনি ছিলেন চ্যাম্পিয়ন আর এবার নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তিন সপ্তাহের বিশ্রাম দিয়েছেন ডাক্তার। ইনজুরি ছাড়াও তার অবস্থান ধরে রাখায় হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছেন আরেকজন। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা তার নাম রাফায়েল নাডাল।

সুইজারল্যান্ডে জন্ম এবং

ফেদেরারের ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছেন রাফায়েল নাডাল ও অ্যান্ডি রডিক